দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 27 NOV 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1 ...

013

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা : শুক্রবার, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

ইসলামী বিজ্ঞান একাডেমী

মুসলমানরা পাঁচশ' বছর ইউরোপে রাজত্ব করেছে উৎকৃষ্ট সভ্যতা ও উন্নত সংস্কৃতির জোরে। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরাও আজ একথা বলছেন। এ তথ্য মুসলমানদের জন্য গৌরবের। তবে, আজ মুসলিম জাহানের যে দশা তাতে এ গৌরব তাৎপর্যহীন। এ গৌরবকে যথাযথভাবে ধারণ করতে হলে মুসলিম বিশ্বকে সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ওআইসি এ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের সঠিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশ্বের মুসলমানদের উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং সুখ ও সমৃদ্ধির আশা আজ ওআইসি-কেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রীও মুসলমানদের সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, এখন আবার আমাদের বৈষয়িক ও মানসিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে এবং সার্বিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ইসলামী বিজ্ঞান একাডেমী গঠন হবে একটি সঠিক পদক্ষেপ। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত ওআইসি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের মন্ত্রী কৃষি, জনসংখ্যা, পরিকল্পনা, ওষুধ ও চিকিৎসা সুবিধা, নতুন ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যাপারে ওআইসি'র সদস্যদের মধ্যে পরিকল্পনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আহবানও জানিয়েছেন। এ বিষয়গুলোতে সহযোগিতা প্রয়োজন বিশ্ব মুসলিমের সুখ ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই। আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতাকে বাহন করে বিশ্ব আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু, তাই বলে, মুসলিম জাহান হতাশ ও নির্জীব হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। কারণ মুসলিম বিশ্বে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, আছে জনশক্তিও। তবে, এ দু'টিকে কাজে লাগাবার মতো প্রযুক্তি সংগঠিত অবস্থায় নেই। তারও আগে বলতে হয়, নেই সচেতন উদ্যোগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগে এককভাবে কোনো মুসলিম দেশের কাছেই প্রয়োজনীয় সকল প্রযুক্তি বা বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল নেই। এ ছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই মুসলিম দেশগুলোতে উন্নয়নের উপযোগী প্রযুক্তি সরবরাহে শিল্পোন্নত বিশ্বের রয়েছে চরম অনীহা। কারণ, মুসলিম বিশ্ব যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল সার্বিকভাবে করায়ত্ব করতে পারে; তাহলে সম্পদ-শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারও সম্ভব হবে। এ অবস্থায় শিল্পোন্নত বিশ্ব আর মুসলিম বিশ্বকে কাঁচামালের যোগানদার এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের নির্ভেজাল বাজার হিসেবে ধরে রাখতে পারবে না।

এ পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি লাভের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু, একাগ্র উদ্যোগ-আয়োজন বা প্রয়াস-প্রচেষ্টার পথ কোনো প্রতিবন্ধকতাই দীর্ঘদিন আটকে রাখতে পারে না। আজ যেসব দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে— তাদের অভিজ্ঞতা থেকেও এ কথার প্রমাণ মিলবে। কাজেই, মুসলিম বিশ্বকেও আজ সময়ের দাবী পূরণ করতে হবে— বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান একাডেমী সবচেয়ে বেশী সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মুসলিম দেশগুলো এ যাবত কি কি এবং কি পরিমাণ প্রযুক্তি অর্জন করতে পেরেছে এবং তাদের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য কি ধরনের ও কি পরিমাণ প্রযুক্তি প্রয়োজন— প্রতিটি দেশ থেকে এ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে বিজ্ঞান একাডেমী। সাথে সাথে প্রযুক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্র নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে পারে। এক কথায়, ইসলামী বিজ্ঞান একাডেমী মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন-অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে এক নব যুগেরই সূচনা ঘটাতে পারে।